বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১২-২০১৩

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mopa.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১২-১৩

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mopa.gov.bd

© ২০১৪ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

নির্দেশনায় ঃ আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব

সম্পাদনায় ঃ মোঃ সোহরাব হোসাইন
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

সহযোগিতায় ঃ মোঃ মাহবুব হোসেন
উপসচিব

নাসরীন জাহান
উপসচিব

মুদ্রণে ঃ বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
ঢাকা।

ই মেইল ঃ info@mopa.gov.bd

বাণী

ইসমাত আরা সাদেক এম.পি.
প্রতিমন্ত্রী
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০১২-১৩ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিগত বছরের সার্বিক কার্যক্রমের একটি স্বচ্ছ ধারণা পেতে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে গণতান্ত্রিক সরকারের গৃহীত কর্মসূচী সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ গতিশীল ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন অপরিহার্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনার আলোকে দক্ষ ও সেবামুখী জনপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসনকে নিরপেক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত, প্রফেশনাল ও আরও গতিশীল করা আমাদের লক্ষ্য।

নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে দক্ষ জনবলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ জন্য রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসনে গুণগত পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রেখে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সদা সচেষ্ট রয়েছে।

সচিবালয় থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত জনবলের সঠিক আকার নির্ধারণ, সরকারি কাজে গতিশীলতা আনয়ন ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণে এ মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

সত্যিকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে জনগণের দোরগোড়ায় দ্রুত সেবা পৌঁছাতে জনমুখী প্রশাসন গড়ে জনগণের ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০১২-১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম সম্বলিত প্রতিবেদন একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে তাঁদের বিগত দিনসমূহের খতিয়ান জানাবে অপরদিকে আরও দক্ষতার সাথে কাজ করার প্রেরণা যোগাবে। ফলে জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

Ismat Ara Sadek

(ইসমাত আরা সাদেক)

মুখবন্ধ

স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন এবং জনবান্ধব ও তথ্য প্রযুক্তি সমন্বিত সরকারি সেবা ব্যবস্থাপনার নিশ্চিয়তা বিধান করার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতি বছরের ন্যায় ২০১২-১৩ অর্থবছরের কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হলো। এ বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কার্যাবলী এবং তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে কতটুকু সমর্থ হয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এ প্রতিবেদনে পূর্ববর্তী বছরের কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবল সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা এবং তাদের মাধ্যমে সর্বোত্তম জনসেবা নিশ্চিত করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি প্রদান, এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন, চাকুরীর শৃঙ্খলা বিধান ও নিয়ন্ত্রণ, পদ সৃজন ও পদ বিলোপ, সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যাবলী এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদন করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় থেকে মাঠ প্রশাসন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

এ প্রতিবেদনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন বছরে জারীকৃত আইন, বিধি ও প্রবিধানমালা এবং সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রতিবেদন থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল, কর্মবণ্টন এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রণয়ন ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আবদুস সোবহান সিকদার)
সিনিয়র সচিব

সম্পাদকীয়

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ১৯৬২ সালের পূর্বে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের Home Department সময়ের আবর্তনে ২৮ এপ্রিল ২০১১ খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (Ministry of Public Administration) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতার পর থেকে সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোর একটি সুদূরপ্রসারী জনকল্যাণমুখী ভিত্তি গঠনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জনপ্রশাসনকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে এ মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক সংস্কারগুলোকে বাস্তবায়ন করে প্রতিনিয়ত প্রশাসনিক কাঠামোর কাঙ্ক্ষিত পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সরকারি অফিস আদালতে সেবা আরো গণমুখী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ও দ্রুত করার জন্য সংস্কারমূলক কর্মসূচির মধ্যে "Citizen Charter" অন্যতম। এ ছাড়াও সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৩ এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রবর্তিত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব ঐতিহ্যগতভাবেই পালন করে থাকেন। বেগম ইসমাত আরা সাদেক, মাননীয় সংসদ সদস্য, যশোর-৬ প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৫২৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বয়ে ০৮ টি অনুবিভাগ (Wing), ২৪ টি অধিশাখা, ৫৩ টি শাখা, ১২ টি কোষ, ০৩ টি স্বতন্ত্র ইউনিটের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করে আসছে। উল্লেখযোগ্য কর্মসমূহের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসভুক্ত সকল ক্যাডারের প্রবেশপদে নিয়োগসহ প্রশাসন ক্যাডারের সকল কর্মকর্তা এবং উপসচিব থেকে সচিব পর্যন্ত কর্মকর্তাদের পদায়ন, বদলি, প্রশিক্ষণ, বৈদেশিক নিয়োগ, ছুটি, পদোন্নতি/প্রেষণে নিয়োগ প্রদান এবং নিয়োগ/পদোন্নতি বিষয়ক নীতি/বিধি নির্ধারণের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরি-বিধি প্রণয়ন এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরামর্শ প্রদান, সরকারের বিভিন্ন পদে নিয়োজিত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 'জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সরকারি কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণ বিধি প্রণয়ন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতির বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। জনপ্রশাসনকে আরো আধুনিক এবং জনবান্ধব করার উদ্দেশ্যে গণকর্মচারী আইনের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৩১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে মোট ১,৮৯৭ জন এবং অন্যান্য ৫৪ জনসহ মোট ১,৯৫১ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার জন্য ৩০,৬৫৪ টি পদ সৃজন, ৪৩,১৫৪ টি পদ সংরক্ষণ এবং ৪২,২২৮ টি পদ স্থায়ীকরণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংস্কার, গবেষণা ও আইন অনুবিভাগ নামে একটি অনুবিভাগ সৃষ্টি এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা অধিশাখা পুনর্বিন্যাস, সচিবালয় গ্রন্থাগারকে 'বাংলাদেশ সচিবালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার' হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। ই-সেবা কার্যক্রম জোরদার ও মাঠ প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে বিভাগ, জেলা/উপজেলার সাথে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনসহ ৪,৫০৮ টি ইউনিয়নে ওয়েব পোর্টাল চালু করা হয়েছে।

গণকর্মচারীদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য ২৮.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। চাকরিরত অবস্থায় অকালে মৃত্যুবরণ করলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদের ৫ লক্ষ টাকা এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ২ লক্ষ টাকা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা জারী করা হয়েছে। Public Servants (Retirement) (Amenment) Act, ২০১৩ এর মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ১ বছর বৃদ্ধি করে ৫৯ বছর থেকে ৬০ বছর করা হয়েছে।

অতীত বছরের ধারাবাহিকতায় বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-১৩ প্রকাশিত হলো। এ প্রতিবেদনটি তথ্যবহুল করতে সহায়তা করেছেন অনেকে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়কে তাদের মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার জন্য। সকলের আন্তরিক প্রয়াস ছিল প্রতিবেদনটিকে ত্রুটিমুক্ত করতে। তথাপি যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে বিনীত অনুরোধ করছি।

সোহরাব

(মোঃ সোহরাব হোসাইন)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।